

শিষ্যত্বের বিকাশ

খ্রীষ্টীয় জীবনে অপরিহার্য বিষয় সমূহ
নেতার নির্দেশিকা

যীশু কে ? পাঠ ৩: যীশুর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ

ভূমিকা

এই পাঠটি শিষ্যত্বের বিকাশ শিক্ষা ক্রমের অন্তর্গত ‘যীশু কে’ একটি অংশ। এই শিক্ষাক্রমের পরিগ্রাহকের বুনয়াদী ধারণা এবং কোন ব্যক্তি যখন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হয় তখন জীবনে কি ঘটে সেই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করে। অন্যের কাছে সুসমাচার প্রচার করার আগে প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাছে এই পাঠ সমূহ খুবই কার্যকরী। প্রত্যেক পাঠই বাইবেল অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং মানুষ কিভাবে তা নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই ধরনের শিক্ষা নতুন বিশ্বাসীদের শিষ্যত্বের ক্ষেত্রে আদর্শস্বরূপ।

আকাঙ্ক্ষিত শ্রোতা

এই পাঠগুলির ক্ষেত্রে নতুন বিশ্বাসীরা এবং যারা পরিগ্রাহকের বিষয়ে কিছু জানতে চায় তারাই হল আকাঙ্ক্ষিত শ্রোতা। যারা সুসমাচার প্রচার করা বা শিষ্য প্রস্তুত করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা এই আলোচনা সমূহ থেকে বিশেষ লাভবান হতে পারে। এই পাঠ সমূহ ধরে নেয় যে শ্রোতারা যীশুকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং খ্রীষ্ট বিশ্বাসের বিষয়ে আরও কিছু জানতে ইচ্ছুক।

নেতৃবর্গের এই পথ প্রদর্শিকার উদ্দেশ্য হল নেতৃবর্গকে পাঠ প্রস্তুত করতে সাহায্য করা এবং তা শিষ্যত্বের বিকাশ শিক্ষাক্রমের অন্যান্য পাঠগুলির সঙ্গে একত্রে ব্যবহার করা যায় যা এই Web site -এ পাওয়া যাবে www.debengali.org.

বাইবেলের পদগুলি বাংলা পবিত্র বাইবেল (কেরী সংকলন) থেকে নেওয়া হয়েছে। কপিরাইট © দ্য বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ২০৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, ব্যাঙ্গালোর - ৫৬০ ০০১

এই সকল বিষয়বস্তু জগতের মানুষের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে যতদিন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। সকল বিষয়বস্তুগুলির কপিরাইট ©2019 Trans World Radio Canada -র অধীনস্থ। লাইসেন্সের বিষয়ে অধিক জানার জন্য দেখুন www.discipleshipessentials.org/licensing



যীশু কে ?

পাঠ ৩: যীশুর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ

উদ্দেশ্য

পার্থিব জীবনকালে যীশু যে সমস্ত অলৌকিক ক্রিয়াগুলি সাধন করেছিলেন এবং এই অলৌকিক ক্রিয়াগুলি যীশু কে আর তিনি কেন এসেছিলেন এ সব সম্বন্ধে আমাদের কি বলে সেগুলিই এই পাঠটি সমীক্ষা করেছে।

নেতৃবর্গের জন্য

পৃথিবীতে যীশুর পরিচর্যার এক অনবদ্য অংশ হচ্ছে তাঁর অলৌকিক কর্মগুলি। শুধুমাত্র মানুষকে সাহায্য করার ক্ষমতা তাঁর ছিল আর তিনি সহানুভূতিতে আশ্রিত হয়েছিলেন বলেই যে, অলৌকিক সাধন করেছিলেন তা নয় বরং তাঁর প্রত্যেকটি ক্রিয়া ও প্রত্যেকটি কথার পিছনে ছিল একটি করে বার্তা। অলৌকিকগুলি নির্দেশ করত কে যীশু এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্ব কিসের। এই অলৌকিক গুলি যত চর্চা করব আমরা ততই জানতে পারব যীশুর সহানুভূতি সম্পর্কে এবং আমাদের চারপাশের লোকদের দুঃখ ও অভাবে আমাদের কিভাবে সাড়া দেওয়া উচিত যদি যোগদানকারীদের মধ্যে অন্য ধর্মাবলম্বীরাও থাকেন, তারা হয়ত অলৌকিক ঘটনাগুলি বুঝবার বিষয়ে বেশি ঝোঁক দেখাবেন। যারা যীশুর অতিপ্রাকৃত কর্মগুলির বিষয়ে সন্দেহ প্রবণ, প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর তাদের কাছে সত্য প্রকাশ করবেন। বুঝিয়ে দিন প্রত্যেক অলৌকিক কর্ম প্রত্যক্ষ করেছিল সাক্ষীবর্গ, ফলে সেগুলিকে চতুর কৌশল বলে ব্যাখ্যা করা যায় না।

ভূমিকা

শ্রোতাদের প্রশ্ন করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে দু'তিনটি বেছে নিন।

- ❖ যখন অবাক করা বা চমকপ্রদ কিছু ঘটে, আমরা বলতে পারি, “এটা অলৌকিক ব্যাপার!” অলৌকিক ব্যাপার কাকে বলে আর কোন বিশেষ ঘটনা থেকে তার পার্থক্য কিসে?
- ❖ আপনার জীবনে অলৌকিক কোন অভিজ্ঞতা ঘটেছে – এমন কিছু অতিপ্রাকৃত যা আপনি ঈশ্বরের কীর্তি বলে আরোপ করবেন?
- ❖ যীশু কি করেছিলেন যা অলৌকিক? মানুষের প্রতিক্রিয়া তার প্রতি কি ছিল?
- ❖ যীশু যখনই অলৌকিক কাজ করেছেন তখনই ভিড় আকর্ষণ করেছেন। তাঁর শিক্ষার চাইতেও কেন কীর্তিগুলি লোককে বেশি আকর্ষণ করত?

অধ্যয়ন

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা শ্রোতাদের পরিচালিত করুন।



শিক্ষা

❖ **অলৌকিক কীর্তি কি?** সুসমাচারের যীশুর আখ্যানগুলি ভরা রয়েছে অলৌকিক কীর্তিতে! প্রায়ই যীশু তাঁর অতিপ্রাকৃত শক্তিকে ব্যবহার করেছেন বিস্ময়কর উপায়ে। এই শক্তি প্রতীয়মান হয়েছে অলৌকিক, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন কান্ডের আকারে।

➤ ইব্রীয় ২:২-৪ পদ আমাদের বলে যে, এই অলৌকিক, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন কান্ডগুলি ছিল সুসমাচারের বার্তার সহবর্তী যাতে সেই বার্তার সত্যতা সপ্রমাণিত হয়। যীশুর অসাধারণ ও ব্যাখ্যাভীত কীর্তিগুলি তিনটি শ্রেণীতে পড়ে:

- অলৌকিক হচ্ছে কোন অতিপ্রাকৃত সত্তার কীর্তি যা প্রকৃতির নিয়মকে নস্যাৎ করে।
- লক্ষণ হচ্ছে অস্বাভাবিক ঘটনা যা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মনযোগ আকর্ষণ ও সম্মান স্থাপন করা।
- চিহ্ন হচ্ছে অর্থপূর্ণ ঘটনা যা করার উদ্দেশ্যে হচ্ছে শিক্ষা বা চেতনা দেওয়া।

➤ যীশুর কীর্তিগুলি সম্পন্ন হত ঈশ্বরের ক্ষমতা দ্বারা (যেহেতু যীশু স্বয়ং ঈশ্বর) এবং কখনো তা হত একটি লক্ষণ অথবা একটি চিহ্ন। জনতার বিনোদনের জন্য বা যীশুকে আরও ক্ষমতাবান দেখাবার উদ্দেশ্য ছিল না সেগুলির; সেগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক উদ্দেশ্য সাধন করত।

❖ **যীশুর অলৌকিক সাধন করতেন কেন?** যীশু যখন শুরু করলেন, আমরা যাকে প্রকাশ্য সেবাকাজ বলি তখন তাঁর বয়স প্রায় ৩০ বছর (লুক ৩:২৩ পদ)। সেই সময়ে যীশু লোকেদের শিক্ষা দিতেও শুরু করেছিলেন। প্রত্যেকটি অলৌকিক ঘটনা যীশু সম্বন্ধে কিছু একটা প্রতীয়মান করত এবং তাঁর শিক্ষাধর্মী সেবাকাজের সেগুলিই ছিল অপরিহার্য অংশ। যীশু যে কারণবশতঃ অলৌকিক কীর্তিগুলি সাধন করতেন সেগুলি ছিল:

➤ **তাঁর সহানুভূতি প্রদর্শনঃ** প্রত্যেকদিন যারই সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হত তারই জন্য যীশুর হৃদয়ে ভরা থাকত সহানুভূতি, বিবেচনা আর ভালবাসা। অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যীশু বড় বড় নজর কাড়া ব্যাপার ঘটাবার চিন্তা করতে পারতেন হয়ত কিন্তু তিনি বরং একেকবারে একেকটি জীবনে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। মানুষের ছোট-বড় সব রকমের অভাবের জন্য ঈশ্বরের অন্তরটিই প্রদর্শিত হয়েছিল যীশুর ক্রিয়া-কর্মে।

- সর্বপ্রথম অলৌকিক কান্ড যীশু ঘটিয়েছিলেন একটি বিবাহ ভোজে জনকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করে। এটা কোন গুরুতর সঙ্কট ছিল না বটে তবু নিমন্ত্রণকর্তাকে লজ্জায় পড়তে হত যদি এমন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে তাদের দ্রাক্ষারসের ঘাটতি ঘটত (যোহন ২:১-১১ পদ)।
- রোগগ্রস্তদের ওপর ছিল যীশুর সহানুভূতি আর তিনি তাদের আরোগ্য করতেন (মথি ১৪:১৪ পদ)।
- যীশু সহানুভূতি প্রকাশ করতেন আত্মিকভাবে যারা উদভ্রান্ত তাদের প্রতি (মার্ক ৬:৩৪ পদ)। যীশু সহানুভূতিপ্রবণ হয়েছিলেন ক্ষুধার্তদের প্রতি (মথি ১৫:৩২ পদ)।



- প্রত্যেকটি অলৌকিক কান্ড যীশুর নৈতিক চরিত্রের কথা বলে ।
- **তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদর্শন:** যা কিছু যীশু করেছেন ও বলেছেন তার মধ্যে তাঁর আরোগ্য সেবাই সবচেয়ে বেশি ভিড় আকর্ষণ করেছে । ঐটিই প্রতীয়মান করেছে যে, বাস্তবিক যীশুই হচ্ছেন ঈশ্বর । কোন শারীরিক ব্যাধি বা ভূতগ্রস্ততার রোগ যীশুকে দমন করতে পারত না – এক কথাতেই তিনি সে সমস্ত তাড়িয়ে দিতে পারতেন ।
 - অলৌকিক সাধন করার জন্য যীশুকে তাঁর নিজের চাইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ নাম ব্যবহার করতে হত না তিনি শুধুমাত্র তাঁর কথা ব্যবহার করতেন । এতে পরিলক্ষিত হয়েছে তাঁর কর্তৃত্ব ও শক্তি । প্রত্যেকটি অলৌকিক কান্ড সাক্ষ্য রেখেছে তাঁর ঐশ্বরিক গুণের – যে তিনি ঈশ্বর ।
 - যীশু যে অলৌকিক কান্ডগুলি ঘটিয়েছেন সেগুলির বিশ্লেষণ বা অনুকরণ করা যেত না ।
 - লক্ষণ ও চিহ্ন ব্যাতিরেকে, মানুষ শুধুমাত্র তাঁর উপদেশগুলিতে প্রত্যয় করত না । যীশু একজন আধিকারিকের পুত্রকে আরোগ্য করেছিলেন, বিবেচনা করেছিলেন যে সেই ব্যক্তির বিশ্বাসের পক্ষে তা আবশ্যিক (যোহন ৪:৪৬-৫৪ পদ) ।
 - মানুষ শিখেছিল যে আরোগ্য লাভের জন্য এমনকি যীশুর বস্ত্র স্পর্শ করাও যথেষ্ট (মথি ৯:২০-২২ পদ)।
 - শুধু আরোগ্য সাধনই নয় সেই সঙ্গে যীশু পাপ ক্ষমাও করতেন তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদর্শনের জন্য (মথি ৯:১-৮ পদ) ।
- **তাঁর উপদেশ প্রদর্শন:** যীশুর আসবার কারণগুলির মধ্যে একটি ছিল ঈশ্বরের রাজ্য ঘোষণা করা আর প্রচার করা যে, শুধুমাত্র তাঁর মাধ্যমেই পরিত্রাণ সম্ভব । যীশু প্রকট করেছেন মানুষের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসা বিশেষতঃ যারা অন্যদের দ্বারা অগ্রাহ্য । অলৌকিক কীর্তিগুলির দ্বারা তিনি ক্ষমাদান, সেবকবৃত্তি, আর এমনকি শত্রুদের প্রতিও ভালবাসা প্রদর্শন করেছেন ।
 - পাপীদের ক্ষমা করে যীশু দেখিয়েছিলেন যে, তাদের পাপ সত্ত্বেও তিনি তাদের ভালবাসেন । ঈশ্বরের ক্ষমা পাওয়াই মনে হয় সবচেয়ে মহৎ অলৌকিক কান্ড । তিনি পাপীদের অনুতাপ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন যার ফলে অনেকেই বিশ্বাস করেছিল (যোহন ৪:১-৪৫ পদ) ।
 - শত্রুদের জন্যেও যীশু ভালবাসা প্রদর্শন করেছিলেন একজন শতাব্যক্ষের ভৃত্যকে আরোগ্য করে যিনি একজন রোমীয় আধিকারিক হিসাবে ছিলেন ঈশ্বরের প্রজাদের শত্রু (লুক ৭:১-১০ পদ) ।



- মৃতকে যীশু পুনর্জীবিত করে তুলেছিলেন আর তার দ্বারা সব মানুষের জন্য যে, পুনরুত্থান আসন্ন সেই দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন (লুক ৭:১১-১৭ পদ; যোহন ১১:২৪-২৭ পদ) ।

❖ **যীশুর অলৌকিক কীর্তিগুলি কি প্রকট করেছে:** অলৌকিকগুলির মাধ্যমে যীশু প্রকাশ করেছেন ঈশ্বরের হৃদয় – আমাদের জন্য তাঁর বাসনা ও তাঁর প্রেম । একেকটি অলৌকিক কান্ড প্রকাশ করেছে যীশুর শক্তি এবং যারা দেখেছে তাদের বৃদ্ধি করেছে বিশ্বাস ।

➤ **প্রাকৃতিক জগতের উপরে ক্ষমতা:** কোন প্রাকৃতিক শক্তি যীশুকে নিবৃত্ত করতে পারেনি । প্রাকৃতিক জগতের উপরে তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াগুলি প্রদর্শন করেছে ঈশ্বর, জগৎ – প্রপীড়া হিসাবে তাঁর ক্ষমতা ।

- যীশু ঝড় দমন করেছেন (মথি ৮:২৩-২৭ পদ) ।
- যীশু জলের ওপর হেঁটেছেন (মথি ১৪:২২-৩৩ পদ) ।
- যীশু ডুমুর গাছকে শুকিয়ে দিয়েছেন (মথি ২১:১৮-২২ পদ) ।

➤ **ব্যাদি ও মৃত্যুর উপরে ক্ষমতা:** যারা অসুস্থ, ক্লিষ্ট, মৃতদের প্রিয়জন, তাদের প্রতি যীশু হয়েছেন সহানুভূতিশীল । যদিও কালভেদী দৃষ্টিতে যীশু দেখতেন যে, একদিন ঘটনাক্রমে সব মানুষই মারা যাবে তবু যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই তাদের সুস্থ করতেন আর কখনো কখনো ক্লেশার্ত মানুষের জন্য তিনি ভগ্নান্তঃকরণও হতেন ।

- যীশু নিরাময় করতেন বহু ব্যাদি এমনকি কুষ্ঠরোগও আর তিনি ভূতও তাড়াতেন (মথি ৯:৩৫ পদ; লুক ১৭:১১-১৯ পদ) ।
- যীশু রোগ নিরাময় করতেন এমনকি তাঁর বস্ত্র কেউ স্পর্শ করলে (লুক ৮:৪৩-৪৮ পদ) ।
- মৃত্যুর ওপরেও যীশু তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন লাসারকে ও অন্যান্যদের মৃত্যু থেকে উত্থিত করে (যোহন ১১:১-৪৪ পদ; মথি ৯:১৮-২৬ পদ) ।

➤ **আমাদের সর্বপ্রকার প্রয়োজন মিটাবার ক্ষমতা:** শুধু বড় বড় তাক লাগানো অলৌকিক কাজই করেননি আর শুধু মারাত্মক রোগই তিনি নিরাময় করেননি । মানুষের দৈনন্দিন অভাবের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল । যীশু প্রমাণ করেছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁর মনোমত যে কোন উপায়েই প্রত্যেক প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম ।

- এক বিবাহের ভোজে অপ্রস্তুতিতে পড়া ঠেকানোর জন্য যীশু জলকে দ্রাক্ষারসে রূপান্তরিত করেছিলেন (যোহন ২:১-১১ পদ) ।
- অলৌকিকভাবে মাঝে বড় ঝাঁক সম্ভব করেছিলেন যীশু (লুক ৫:৮-১১ পদ) ।



- নারী ও শিশু সমেত ৫০০০ জনকে যীশু আহার দিয়েছিলেন (মথি ১৪:১৪-২১ পদ)!

❖ **অলৌকিক কর্মগুলির পিছনে তাৎপর্য:** অলৌকিকের মাধ্যমে যীশু নিজের সহানুভূতি, ক্ষমতা ও বার্তা প্রদর্শন করতেন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যাতে তারা তাঁর উপদেশে কান দেয়। যীশু এই চিহ্ন ও লক্ষণগুলি সাধন করতেন যাতে তারা বিশ্বাস করে তিনি কে আর যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছেন সেই ঈশ্বরের ক্ষমতা।

- “আমার কথায় বিশ্বাস কর যে, আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন; আর না হয়, সেই সকল কার্য প্রযুক্তই বিশ্বাস কর” (যোহন ১৪:১১ পদ)।
- যোহন ৪:৪৮ পদ বলে, “তখন যীশু তাঁহাকে কহিলেন, ‘চিহ্ন এবং অদৃষ্ট লক্ষণ না দেখ, তোমরা কোন মতে বিশ্বাস করিবে না’।”
- যীশু অলৌকিক কান্ডগুলি করতেন লোকের সাক্ষাতে বিশেষ করে শিষ্যদের সাক্ষাতে যাতে তারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে। এই অলৌকিক কান্ডগুলি আমাদের জন্যই ঈশ্বরের বাক্যে লিখিত হয়েছে যাতে আমরা জানতে পারি ঈশ্বর কে আর তাঁকে বিশ্বাস করি।
- যীশুর অলৌকিক কান্ডগুলি সবই তাঁর পরিচয়ের প্রমাণ আর আসবার কারণের প্রতি নির্দেশ করে।
 - অন্ধকে যীশুর আরোগ্যদানের মধ্যে আমরা সেই সত্য দেখার সুযোগ পাই।
 - অসুস্থকে যীশুর আরোগ্যদানে আমাদের মুক্ত হবার সূচনা দেয় সবচেয়ে বড় ব্যাধি – পাপ থেকে।
 - দরিদ্র ও দুর্বলদের যীশুর সন্ধান করা আমাদের দেখিয়ে দেয় হারানোদের খোঁজার ও বাঁচানোর জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা।
 - যীশুর খাদ্য ও পানীয় জুগিয়ে দেওয়ায় আমরা পাই আত্মিক আহার ও জীবন্ত জল
 - মানুষকে মৃত্যু থেকে তোলা নির্দেশ করে তাঁর নিজের এবং যুগান্তে সব মানুষের পুনরুত্থানের প্রতি।

আলোচনা

❖ এই পাঠে আলোচিত সমস্ত অলৌকিক ব্যাপারগুলির মধ্যে আপনার কাছে কোনটি সবচেয়ে অদৃষ্ট বলে বোধ হত যদি আপনি সেটি সচক্ষে প্রত্যক্ষ করতেন?



- ❖ কি মনে হয় যীশু কেন মাঝে মাঝে লোকদের বলতেন অলৌকিক কাজটি সম্পর্কে না বলে বেড়াতে আবার অন্য সময়ে লোককে বলার অনুমতি দিতেন ভিড় আকর্ষণ করতে? তাঁর আরোগ্যের ক্ষমতা চট করে সবাই যাতে জানতে না পারে সে বিষয়ে তিনি সাবধান ছিলেন কেন?
- ❖ যীশুর পরে আর কেউ কি তাঁর মত আরোগ্য ও অলৌকিকের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে?
- ❖ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যীশুর অলৌকিক কাজগুলি সমাজের দরিদ্র, জাতিচ্যুত, বিধবা, শিশু আর দুর্বলের জন্যই কেন লাভজনক হয়েছে? ধনবান আর ক্ষমতামালাদের জন্য বেশি অলৌকিক কাজ তিনি সাধন করেননি কেন? যে ধরনের অলৌকিক সব কীর্তি তিনি সাধন করেছেন সেগুলির দরুণ আপনি যীশুর সম্বন্ধে সত্য বলে যা যা জেনেছেন সেগুলির সারসংক্ষেপ করুন ।
- ❖ যাদের জন্য তিনি অলৌকিক কাজ করতেন তাদের কাছে যীশু কি চাইতেন? তাদের কি কোন রকম মূল্য (কাজ বা অর্থ দিয়ে) দিতে হত না কি তাদের বিশ্বাসই যথেষ্ট ছিল?

প্রার্থনা

যোগদানকারীদের জন্য প্রার্থনা করুন । প্রার্থনা করুন যেন তারাও শক্তিশালী, কৃপাবান যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, যিনি আমাদের অভাব সকল পূরণ করেন কিন্তু তার চেয়েও বেশি যে আমাদের পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা ধারণ করেন ।